

## উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্যোগ মোকাবেলায় করণীয়

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এদেশে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই থাকে। প্রতি বছর এদেশে বন্যা ও পাহাড়ি ঢল, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন, খরা, টর্নেডো, কালবৈশাখী ঝড়, বজ্রপাত, জলাবদ্ধতার মতো নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানে।

উপকূলীয় এলাকায় সবচেয়ে বেশি হয় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস। গভীর সমুদ্রে প্রথমে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। এই নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়ে উপকূলের দিকে ধাবিত হয়। একপর্যায়ে তা উপকূলে আঘাত হানে। সাধারণত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বর্ষা আসার আগে এপ্রিল-মে মাসে এবং বর্ষা বিদায়ের পর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ঘূর্ণিঝড় বেশি হয়।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে উপকূল অঞ্চলে জীবন ও সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মানুষ ও গবাদি পশু-পাখি জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায়। ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়, ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়। উপকূল অঞ্চলের মানুষকে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা করেই বাঁচতে হয়, জীবন ও সম্পদ রক্ষা করতে হয়।

### দুর্যোগ মোকাবেলা

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে বাঁচতে হলে উপকূলের মানুষকে জরুরি সতর্ক সংকেত সম্পর্কে জানতে হবে। সংকেতের অর্থ বুঝতে হবে এবং সংকেত অনুসারে এর নির্দেশনা মানতে হবে। এর পাশাপাশি ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের আগে কিছু প্রস্তুতিমূলক কাজ করতে হবে। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস চলাকালে কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পর ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠার জন্য কিছু উদ্যোগ নিতে হবে। তবেই জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি রোধ করা যাবে।

### জরুরি সতর্ক সংকেত ও সাড়াদান প্রক্রিয়া

আবহাওয়া বিভাগের তথ্য অনুসারে, ১ নম্বর হচ্ছে দূরবর্তী সতর্ক সংকেত; ২ নম্বর দূরবর্তী হুশিয়ারি সংকেত;

৩ নম্বর স্থানীয় সর্তক সংকেত; ৪ নম্বর স্থানীয় হাশিয়ারি সংকেত; ৫, ৬ ও ৭ বিপদ সংকেত; ৮, ৯ ও ১০ মহাবিপদ সংকেত ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রচণ্ডতার কারণে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার সংকেত।

### সংকেত প্রচার পদ্ধতি

ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস পাওয়ার পর থেকে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি সম্পর্কে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে কয়েকটি ধাপে সংকেত দেওয়া হয়। যেমন—

### ক. সংকেত নম্বর ১-৩ হলে

○ একটি ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়েছে। জনসাধারণকে প্রস্তুত থাকার জন্য স্বেচ্ছাসেবকগণ মুখে মুখে ঘূর্ণিঝড়ের সংকেত প্রচার করবেন এবং একে অপরকে জানাবেন।

### খ. সংকেত নম্বর ৪ হলে

○ মেগাফোন ও মাইক দিয়ে উচ্চস্বরে স্থানীয় জনগণকে অবহিত করা হয়।



○ ১টি সংকেত পতাকা উত্তোলন করা হয়।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ডের জরুরি সভা হয়। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) উপজেলা ইউনিয়ন ও ইউনিট কমিটির সভা আহ্বান করা হয়।

### গ. সংকেত নম্বর ৫-৭ হলে

○ মেগাফোন, মাইক ও পাবলিক এড্রেস সিস্টেমের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে অবহিত করা হয়।



○ ২টি সংকেত পতাকা উত্তোলন করা হয়।

এর অর্থ হলো ঘূর্ণিঝড়টি আঘাত হানতে যাচ্ছে— এই বিপদসংকেত জারি করা হয়েছে। জনগণকে ঘরের বাঁধন শক্ত করা, নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা, নিরাপদ পানি ও শুকনো খাবারের ব্যবস্থা করার আহ্বান জানানো হয়।

### ঘ. সংকেত ৮-১০ হলে

○ মেগাফোন, মাইক ও পাবলিক এড্রেস সিস্টেমের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে অবহিত করা হয় এবং হ্যান্ড সাইরেন বাজানো হয়।



○ ৩টি সংকেত পতাকা উত্তোলন করা হয়।

ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানতে যাচ্ছে। তাই মহাবিপদ সংকেত

জারি করা হয়েছে। এর অর্থ হলো সবাই নিরাপদ আশ্রয়ে থাকুন। রেডিওতে আবহাওয়ার খবর শুনুন এবং সম্ভব হলে টেলিভিশনে খবর দেখুন।

### ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের আগে করণীয়

○ দুর্ঘোণের সময় কোন এলাকার লোকজন কোন আশ্রয়কেন্দ্রে যাবে, গবাদিপশু কোথায় থাকবে, তা আগে থেকে ঠিক করে রাখুন এবং সবাইকে জায়গা চিনিয়ে রাখুন।

○ যথাসম্ভব উঁচু স্থানে শক্ত করে ঘর তৈরি করুন। পাকা ভিত্তির উপর লোহা বা কাঠের পিলার ও ফ্রেম দিয়ে তার উপর ছাউনি দিন। ছাউনিতে টিন ব্যবহার না করা ভালো। কারণ, ঝড়ের সময় টিন উড়ে গিয়ে মানুষ ও গবাদিপশুকে আহত করতে পারে। তবে শূন্য দশমিক ৫ মিলিমিটার পুরু টিন ও জে হুক ব্যবহার করা যেতে পারে।

○ উঁচু জায়গায় টিউবওয়েল স্থাপন করুন, যাতে জলোচ্ছ্বাসের লোনা ও ময়লা পানি টিউবওয়েলে ঢুকতে না পারে।

○ নৌকা, লঞ্চ ও ট্রলারে রেডিও রাখুন। সকাল, দুপুর ও বিকালে আবহাওয়ার পূর্বাভাস শোনার অভ্যাস করুন।

○ সম্ভব হলে বাড়িতে কিছু প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম, যেমন- তুলা, ব্যান্ডেজ, ডেটল ইত্যাদি সংগ্রহ করে রাখুন।

○ জলোচ্ছ্বাসের লোনাপানির প্রকোপ থেকে রক্ষার জন্য নানারকম শস্যের বীজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিন।

○ বাড়ি, রাস্তা ও বাঁধের উপর নারকেল, কলাগাছ, বাঁশ, তাল, কড়ই ও অন্যান্য শক্ত গাছ লাগান। এসব গাছ ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের বেগ কমিয়ে দেয়। ফলে মানুষ দুর্ঘোণের কবল থেকে বাঁচতে পারে।

○ নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে প্রত্যেকেরই সাঁতার শেখা উচিত।

○ ঘূর্ণিঝড় হলে আশ্রয়কেন্দ্রে বা অন্য কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার সময় কী কী জরুরি জিনিস সঙ্গে নেওয়া যাবে এবং কী কী জিনিস মাটিতে পুঁতে রাখা হবে, তা ঠিক করে সেই অনুসারে প্রস্তুতি নিতে হবে।

○ আর্থিক সামর্থ্য থাকলে ঘরের মধ্যে একটি পাকা গর্ত করুন। জলোচ্ছ্বাসের আগে এই পাকা গর্তের মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখতে পারবেন।

○ ডায়রিয়া মহামারির প্রতি সচেতন দৃষ্টি রাখতে হবে। ডায়রিয়া হলে কীভাবে খাবার স্যালাইন তৈরি করতে হবে, সে বিষয়ে পরিবারের সবাইকে প্রশিক্ষণ দিন।

○ সম্ভব হলে ঘূর্ণিঝড়প্রবণ মাসগুলোতে বাড়িতে মুড়ি, চিড়া ও বিস্কুট জাতীয় শুকনো খাবার সংগ্রহে রাখুন।

○ পানি কীভাবে ফিটকিরি বা ফিল্টার দিয়ে খাবার ও ব্যবহার উপযোগী করা যায়, সে বিষয়ে পরিবারের সকল সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিন।

○ ঘূর্ণিঝড়ের পরে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করুন। বৃষ্টির পানি নিরাপদ। মাটির বড় হাড়িতে বা ড্রামে পানি ধরে রেখে তার মুখ ভালোভাবে আটকিয়ে রাখতে হবে, যাতে পোকামাকড়, ময়লা-আবর্জনা ঢুকতে না পারে।

### পূর্বাভাস পাওয়ার পর দুর্ঘোণকালে করণীয়

○ আপনার ঘরগুলোর অবস্থা পরীক্ষা করুন। আরও মজবুত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। যেমন- মাটিতে খুঁটি পুঁতে দড়ি দিয়ে ঘরের বিভিন্ন অংশ বেঁধে রাখুন।

○ ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)-এর স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী প্রস্তুতি নিন।

○ বিপদ সংকেত পাওয়া মাত্র বাড়ির শিশু, নারী, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের আগে নিকটবর্তী নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছে দিতে প্রস্তুত হোন। নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার নির্দেশ পাওয়ার পরে সময় নষ্ট না করে দ্রুত আশ্রয়কেন্দ্রে যান।

○ বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সময় চুলার আগুন নিভিয়ে যাবেন, বিদ্যুতের মেইন সুইচ বন্ধ করে যাবেন।

○ আপনার অতি প্রয়োজনীয় কিছু দ্রব্যসামগ্রী, যেমন- ডাল, চাল, দিয়াশলাই, শুকনো কাঠ, পানি বিস্কুটকরণ বড়ি বা ফিটকিরি, লবণ, চিনি, নিয়মিত সেবন করতে হয় এমন ওষুধপত্র, বইপত্র, ব্যান্ডেজ, তুলা, ওরস্যালাইন ইত্যাদি পানি নিরোধক পলিথিন ব্যাগে ঢুকিয়ে গর্তে রেখে ঢাকনা দিয়ে পুঁতে রাখুন।

○ গরু-ছাগল নিকটস্থ উঁচু বাধে অথবা উঁচু স্থানে রাখুন। কোনো অবস্থায়ই গোয়ালঘরে বেঁধে রাখবেন না। উঁচু জায়গা না থাকলে ছেড়ে দিন, ওদের বাঁচার চেষ্টা করতে দিন।

○ শক্ত গাছের সঙ্গে কয়েক গোছা লম্বা মোটা ও শক্ত

রশি বেঁধে রাখুন। রশি ধরে অথবা রশির সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রাখুন, যাতে প্রবল ঝড়ে ও জলোচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে নিতে না পারে।

○ বাড়ির আশেপাশে গাছের ডালপালা আসন্ন ঝড়ের আগেই কেটে রাখুন, যাতে ঝড়ে গাছগুলো ভেঙে বা উপড়ে না যায়।

○ দল্লিলপত্র ও টাকা-পয়সা পলিথিনে মুড়ে নিজের শরীরের সঙ্গে বেঁধে রাখুন অথবা পরিবারের সদস্যদের জানিয়ে সুনির্দিষ্ট স্থানে মাটিতে পুঁতে রাখুন।

○ টিউবওয়েলের মাথা খুলে পৃথকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং টিউবওয়েলের খোলা মুখ পলিথিন দিয়ে ভালোভাবে বেঁধে রাখতে হবে, যাতে ময়লা বা লবণাক্ত পানি টিউবওয়েলের মধ্যে প্রবেশ না করতে পারে।

○ রেডিওতে প্রতি ১৫ মিনিট পরপর ঘূর্ণিঝড়ের খবর শুনতে থাকুন।

## ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পর করণীয়

○ রাস্তাঘাটের উপর উপড়েপড়া গাছপালা সরিয়ে ফেলুন, যাতে সহজে সাহায্যকারী দল আসতে পারে এবং দ্রুত যোগাযোগ সম্ভব হয়।

○ আশ্রয়কেন্দ্র থেকে মানুষকে বাড়ি ফিরতে সাহায্য করুন এবং নিজের ভিটায় বা গ্রামে অন্যদের মাথা গোঁজার ঠাই করে দিন।

○ অতি দ্রুত উদ্ধার দল নিয়ে খাল, নদী, পুকুর ও সমুদ্রে ভাসা বা বনাঞ্চলে বা কাদার মধ্যে আটকে পড়া লোকদের উদ্ধার করুন।

○ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণ যাতে শুধু সরকারি বা এনজিওর সাহায্যের অপেক্ষায় বসে না থেকে নিজেরা যেন একে অপরকে সাহায্য করে, সে বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

○ ত্রাণের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সচেষ্ট হোন। ত্রাণের পরিবর্তে কাজ করুন। কাজের সুযোগ সৃষ্টি করুন। রিলিফ যেন মানুষকে কর্মবিমুখ না করে কাজে উৎসাহী করে, সেভাবে রিলিফ বিতরণ করতে হবে।

○ দ্বীপ বা চরের নিকটবর্তী কাদার মধ্যে আটকে পড়া লোকদের উদ্ধারের জন্য দলবদ্ধ হয়ে দড়ি ও নৌকার

সাহায্যে দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করুন। কাদায় আটকে পড়া লোকের কাছে দড়ি বা বাঁশ পৌঁছে দিয়ে তাদের উদ্ধারকাজে সাহায্য করুন।

○ ঝড় একটু কমলেই ঘর থেকে বের হবেন না। পরে আরও প্রবল বেগে অন্যান্যদিক থেকে ঝড় আসার আশঙ্কা বেশি থাকে।

○ পুকুরের বা নদীর পানি ফুটিয়ে পান করুন। বৃষ্টির পানি ধরে রাখুন।

○ শিশু, নারী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ লোকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় ত্রাণ বন্টনে সহায়তা করুন।

○ দ্রুত উৎপাদনশীল ধান ও শাকসবজির জন্য জমি প্রস্তুত করুন, বীজ সংগ্রহ করুন এবং কৃষিকাজ শুরু করুন, যাতে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফসল ঘরে আসে।

○ যারা কৃষি ভিন্ন অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত আছেন, তারা যত দ্রুত সম্ভব নিজ নিজ পেশাগত কাজ শুরু করুন।

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সী (এসডিএ) পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলাধীন ৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে এই উপকরণ উন্নয়ন ও প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ পরিবার ও আশপাশের মানুষের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে ধারণা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে।

এই উপকরণটি মালারা ফান্ড-এর সহায়তায় বাস্তবায়িত

একটি প্রকল্পের আওতায় প্রস্তুতকৃত

এবং

এটি প্রস্তুতকরণে ইন্টারনেট ও বিভিন্ন উৎস থেকে

ছবি ও তথ্য সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

**যোগাযোগ**

সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সী (এসডিএ)

